"আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

বদলে গেছে কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

বদলে গেছে কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল

এপ্রিল-২০১৩

সম্পাদনা পরিষদ

শেখ মোস্তাগাওসুল হক
সহকারী পরিচালক, কুষ্টিয়া জোন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ মসিয়ার রহমান
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফেডেক প্রকল্প, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

এস এম এ কে নেওয়াজ
এরিয়া ম্যানেজার, কুষ্টিয়া এরিয়া, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ ওলিউল ইসলাম
টেকনিক্যাল অফিসার, ফেডেক প্রকল্প, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়: টিম অরেঞ্জ কমিউনিকেশন

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।

তথ্য সূত্র: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক কালের কণ্ঠ।

বাণী

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং এর বৈচিত্রায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তাদের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে পিকেএসএফ ২০০১ সালে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রম চালু করে এবং জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশনও এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে যোগদান করে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান সম্ভাবনাময় উপ-খাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০০৮ সালে একটি বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। সম্ভাবনাময় উপ-খাতের সম্প্রসারণে এ খাতসমূহে বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণ ও সংশ্লিষ্ট উপ-খাত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করতে পিকেএসএফ এ প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্যালু চেইন (সরবরাহ ধারাবাহিকতা) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর আর্থিক, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তায় সহযোগী সংস্থাগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ রকম ৩৬টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা পাচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় **"আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি"** শীর্ষক একটি সরবরাহ ধারাবাহিকতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের জন্যে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে উদ্যোক্তারা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গরু মোটাতাজাকরণের কলাকৌশল অনুসরণ করে গরু মোটাতাজাকরণ করছে। প্রকল্পভুক্ত উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণ উপ-খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন এ প্রকল্পের মূল্যায়নভিত্তিক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। এ প্রকাশনা আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণে অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ উপ-খাতের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি
পরিচালনা পর্ষদ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে কুষ্টিয়ায় গরু মোটাতাজাকরণ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষি পরিবার গোবাদী পশু পালনের সাথে সম্পৃক্ত হলেও আধুনিক পালন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় খামারীরা আশানুরুপ লাভবান হতে পারছে না। খামারীদের গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় **"আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি"** শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১২০০ জন খামারীকে প্রকল্পভুক্ত করে গরু মোটাতাজাকরণের আদর্শ পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। ১২০০ জন খামারীকে এ প্রকল্পভুক্ত করা হলেও এ খাতের সাথে সংস্থার প্রায় ৫০০০০ জন খামারী গরু মোটাতাজাকরণের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২টি মিনি ভেটেরিনারী ল্যাব স্থাপিত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার খামারীরা বিনামূল্য গোবাদী প্রাণীর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে। আমি আশা করি এ প্রকল্পের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ পালন পদ্ধতি সম্পর্কে খামারীদের যেমন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তেমনী কৃষক পরিবারে আয় বৃদ্ধি পাবে। দেশে মাংশের চাহিদা পুরণে ফাউন্ডেশণের উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আজাদুল কবির আরজু
নির্বাহী পরিচালক
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্প

বদলে গেছে কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনমান

সারা দেশে গ্রাম-গঞ্জের অসংখ্য মানুষ গরু পালন করলেও কুষ্টিয়া জেলার গ্রামগুলোতে এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে ঘরে গড়ে ওঠা গরু মোটাতাজা করার ক্ষুদ্র-উদ্যোগ বদলে দিয়েছে অনেক পরিবারের ভাগ্য। সাথে সাথে পাল্টে গেছে এলাকার অর্থনৈতিক চিত্র। গ্রামের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলো এখন গরু পালনকে লাভজনক পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। শুধু গরু মোটাতাজাকরণ করে নিজ হাতেই নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন অনেক নিঃস্ব মহিলা।

গরু কেনার জন্য হাতে টাকা না থাকায় শুরুতে এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলো গরু পালনের মতো লাভজনক ব্যবসায় এগিয়ে আসতে পারেনি। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে কুষ্টিয়ার মানুষ গরু পালনে আগ্রহী। পার্শ্ববর্তী জেলা পাবনা ও সিরাজগঞ্জে উন্নতজাতের বাছুরের সহজলভ্যতা এবং গরু মোটাতাজাকরণকে একটি সম্ভাবনাময় খাত বিবেচনা করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প' জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া অঞ্চলে বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সৃষ্টি হচ্ছে উপার্জনের বিভিন্ন উপ-খাত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন থেকে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের ঋণ নিয়ে কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার কমতে শুরু করেছে, বাড়ছে মানুষের উপার্জন। বাড়ছে জীবনযাত্রার মান। শুধু গরু পালন নয়, সেই সাথে উপার্জনের বিভিন্ন উপ-খাত সৃষ্টি হয়েছে। বেড়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান। গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেকে লাখোপতি বনে যাচ্ছেন। অনেকে আবার গো-খাদ্য, খৈল, ভুষি আর চিঁটাগুড়ের ব্যবসা করেও লাখোপতি হচ্ছেন। কেউ কেউ আবার অন্যান্য ফসলের আবাদ ছেড়ে বেশি লাভজনক উন্নতজাতের নেপিয়ার, পারা ও জার্মান ঘাস আবাদে নেমে পড়েছেন। নেপিয়ার ঘাস গরুর অন্যতম আঁশ জাতীয় কাঁচা খাদ্য। এলাকার অনেক দরিদ্র নারী উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও গরু মোটাতাজাকরণ করে তাদের নাজুক সামাজিক ও পারিবারিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। পারিবারিক অন্যান্য কাজের পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ করতে পাঁরায় সংসারে অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তি হচ্ছে।

'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' সংশ্লিষ্টরা জানান- প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ, ইউএমএস তৈরির কৌশল, প্রযুক্তি সহায়তা, নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন, অভিজ্ঞতা বিনিময়, উন্নতজাতের ঘাস চাষ, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে তাদের আয় বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে খামারী ও গরু ব্যাপারীদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতাদের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। পণ্য কেনাবেচার

ফেডেক প্রকল্পের একজন সফল ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা

বহুল প্রচারিত সেল বাজার, গ্রামীণফোন ও রবি বাজারের সাথেও সংযোগ স্থাপন করা হয় খামারীদের। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ প্রাণিসম্পদ সেবা সহায়তাকারীদের দক্ষতা বাড়ানো হয়। স্থানীয় কসাইদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গরু জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। খামারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দানাদার খাদ্য এবং ইউএমএস তৈরি সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে গরুর বাছুর বাইরে থেকে আমদানি না করে স্থানীয় খামারীদের মাধ্যমে উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ করে দারিদ্র্যকে জয় করার কাহিনী জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার সফল উদ্যোক্তারা। যার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়ার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এলাকায় গরু মোটাতাজাকরণ করে মানুষ দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে এখন সচ্ছল জীবনযাপন করছেন। শুধু সচ্ছল নয়, বলা যেতে পারে তারা এখন বিলাসী জীবন-যাপন করছেন। কেবল গরু পালন এবং বিক্রি করে লাভের টাকায় কেউ গড়ে তুলেছেন পাকা বাড়ি। কিনেছেন টিভি, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল। আবার অনেকেই কিনেছেন আবাদি জমি।

বছরে একবার নয়, সারা বছরই গরু মোটাতাজাকরণ হচ্ছে

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের খামারীদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খামারীদের গড় আয় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের সদস্যরা আগে যেখানে বছরে একবার গরু মোটাতাজাকরণ করতেন এখন তারা সারা বছর অর্থাৎ বছরে দুই থেকে

গরুর সুষম খাবার ইউএমএস তৈরির কৌশল শিখছেন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা

ফেডেক প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলছে ইফাদ প্রতিনিধি দল

তিনবার গরু মোটাতাজাকরণ করছে। এতে আরও বেশি খামারী এই কাজে এগিয়ে এসেছে, ফলে সবার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও গরু মোটাতাজাকরণের কাজে এই এলাকার প্রায় দুই হাজার খামারী বা কৃষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকল্পের পরিধি বিস্তৃত করেছেন ও গরু মোটাতাজাকরণের মানোন্নয়ন করেছেন। এলাকার খামারীদের চাহিদার অতিরিক্ত ঘাস চাষ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রিও করছেন অনেকে। এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় তিনশ' চাষির স্বকর্মসংস্থানের বিকল্প পথ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরোক্ষভাবে দশজন ফড়িয়া/ব্যাপারী, পাঁচজন পরিবহন শ্রমিক, পাঁচজন খাদ্য সরবরাহকারী, তিনজন ওষুধ ব্যবসায়ী, আটজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও কৃত্রিম প্রজননকর্মীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

কুষ্টিয়ার কৃষক, সফল খামারী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে দুর্বল ও হাড়-জিরজিরে গরুকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কম সময়ে ও কম খরচে মোটাতাজা করা হচ্ছে। আঁশ ও দানাদার জাতীয় খাবার সরবরাহ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গরুকে মোটাতাজা করে বাজারজাত করা হচ্ছে। গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক প্রক্রিয়ায় গরু মোটাতাজা করে দ্রুত লাভবান হওয়ার নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে নারীর কর্মসংস্থান ও আমিষের ঘাটতি পূরণ হচ্ছে। এ ছাড়াও গরু মোটাতাজাকরণ খাতকে সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খামারীদের সাথে কথা বলছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

সরেজমিনে দেখা গেছে, বাড়ন্ত এঁড়ে বাছুর, জীর্ণ-শীর্ণ বাছুর কিনে বছরে দুই থেকে তিনবার গরু মোটাতাজাকরণ করতে পারছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ করে বছরে তিন থেকে চার মাস সময়ের মধ্যেই লাভসহ মূলধন ফেরত পাচ্ছেন। অথচ আগে বছরে শুধু একবার কোরবানির ঈদের সময় গরু মোটাতাজাকরণ করে বিক্রি করতেন এখানকার খামারীরা। ফলে বছরের বাকি সময় যেমন তাদের হাতে কাজ ছিল না, তেমনি বিকল্প আয়ের কোনো উৎসও ছিল না।

খামারীদের গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রায় সারা বছর পিকেএসএফ'র Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের অর্থায়নে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের কুষ্টিয়া জোনে ফেডেক প্রকল্পের আওতায় খামারীদের গরু মোটাতাজাকরণ খাতে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যা প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত এক হাজার ২শ' সদস্য ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গরু মোটাতাজাকরণ ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। এখান থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান জেলার অন্য গরু পালনকারী সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন সদস্যদের গরুকে এনথ্রাক্সসহ বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যার ফলে সদস্যরা কম সময়ে কম খরচে সঠিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ করতে পারছে। চলতি বছর সদস্যরা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার গরু কিনে পালন করেছে। এর মধ্যে মাত্র আটটি গরু বিভিন্ন রোগে মারা গেছে। আদর্শ গোয়ালঘর স্থাপনে খামারীদের বায়ো-সিকিউরিটির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন প্রকল্পটি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গো-মাংসের বিশাল ঘাটতি মেটাতে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের সফলতায় কুষ্টিয়ার কৃষকের গোয়ালে গোয়ালে পালিত হচ্ছে গরু। গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের কর্মকর্তাদের পরামর্শে গরুর জাত নির্বাচন, ওষুধ, ফার্ম আবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে গরু পালনকারীরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করছে। আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের নিয়মাবলি, কৃমিমুক্তকরণ ও টিকা প্রদানের নিয়মাবলি, আদর্শ গোয়ালঘর তৈরির কৌশল, সুষম খাবার প্রদান, উন্নতজাতের ঘাস চাষ, স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শেড এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে প্রচলিত ধারার গরু মোটাতাজাকরণের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ প্রচলন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই ভারত ও নেপাল থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে গরু আনা হয়। অথচ কুষ্টিয়ার মতো সারা দেশে এ প্রকল্প সম্প্রসারণ করা গেলে দেশীয় গরু দিয়েই আমিষের চাহিদা পূরণ সম্ভব। মানবসভ্যতার সূচনা ও সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তরে প্রাণিসম্পদের অহর্নিশ জোগান রয়েছে অব্যাহত। কৃষক ও কৃষির জীবন ও জীবিকার অপরিহার্য অংশীদার প্রাণিসম্পদ। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ২২% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ২.৫০%। প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৫০% প্রাণিসম্পদ উপ-খাত থেকে আসে। এছাড়া ২০১১-১২ অর্থবছরে চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৪২৬৪.৯ কোটি টাকা (উৎস: Export Reports of Bangladesh Bank-2012)।

প্রকল্প পরিদর্শনে পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রাণিসম্পদ খাত বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাই পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। এ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ উপ-খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

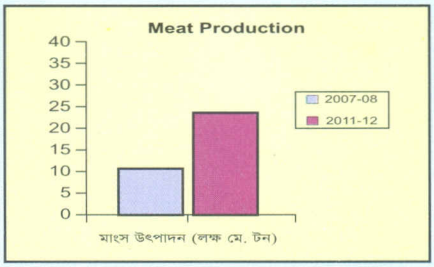

ছিল না মাথাগোঁজার ঠাঁই, এখন বাড়ি, গাড়ি সবই আছে

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর গরু মোটাতাজাকরণ অধিক লাভজনক হওয়ায় অধিকাংশ প্রশিক্ষিত খামারী আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বছরে দুবার ডিসেম্বর থেকে মে এবং জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ঋণ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সার্বিক বিবেচনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমকে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন একটি সফল কার্যক্রম মনে করে। ফেডেক প্রকল্পের সদস্যদের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ খাতে প্রতিবছর বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার পাশাপাশি খামারীদের আয়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী বছরগুলোতে এ খাতে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য মৌলিক বিষয়ে সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গরুর চিকিৎসা কার্যক্রম দেখছেন ফেডেক প্রকল্পের কর্মকর্তারা

উপকারভোগী নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহ করছেন কর্মকর্তাবৃন্দ

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের সফল খামারী কুষ্টিয়ার দহকুলা গ্রামের কমলা বেগম বলেন, এক সময় সংসারে অভাব লেগেই থাকত। ছিল না মাথাগোঁজার ঠাঁই। ফেডেক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু পালন করে তার সংসারের চেহারা এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তার এখন তিনটি গরু। গরু বিক্রির টাকা দিয়ে ছেলেকে একটা মিনি ট্রাক কিনে দিয়েছেন। চলতি বছরের মার্চ মাসে কমলা বেগম দুটি গরু বিক্রি করেছেন এক লাখ ১০ হাজার টাকায়। কমলা বেগম বলেন, কীভাবে স্বল্প সময়ে গরু মোটাতাজা করা যায় তা তিনি জানতেন না। পিকেএসএফ'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ইউএমএস প্রযুক্তিতে গরুকে পরিমিত খাবার খাওয়ান তিনি।

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের কুষ্টিয়ার দহকুলা গ্রামের আরেক সফল নারী উদ্যোক্তা আনজেরা বেগম। গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তির ছোঁয়া কাজে লাগিয়ে তার পরিবারের অর্থনৈতিক চিত্র পুরো পাল্টে গেছে। কেবল গরু পালন এবং বিক্রি করে লাভের টাকায় তিনি ইতিমধ্যে জমি কিনেছেন ছয় বিঘা। গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি দারিদ্র্যকে পরাজিত করেছেন। আনজেরা বেগম বলেন, ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ এবং ঋণ নিয়ে তিনি আজ স্বাবলম্বী। তার ঘরবাড়ি আর কৃষি জমি এসেছে গরু বিক্রির টাকায়। করেছেন দুটি পানির পাম্প। এই পাম্প দুটি দিয়ে গ্রামের কৃষকদের ক্ষেতে সেচ দিয়ে তিনি বাড়তি আয়ও করছেন। আনজেরা বেগমের এক ছেলে, এক মেয়ে। নুন আনতে পানতা ফুরানো সংসারে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গরু পালন করে তার সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। ছেলে স্থানীয় একটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ে। মেয়েটি ২০১৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেবে।

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে ইফাদের প্রতিনিধি দল

কুষ্টিয়ার দহকুলা গ্রামের গৃহবধূ আদরী বেগম। বিয়ের পর থেকে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। শ্বশুরের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। দরিদ্র স্বামী আলম উদ্দিনের স্থাবর-অস্থাবর কোনো সম্পত্তিই ছিল না। আদরী বেগম বিয়ের পর চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে পান। ১০ বছর আগের সেই স্মৃতি এখন প্রায় ভুলেই গেছেন আদরী বেগম। প্রতিবেশী আরেক সফল নারী উদ্যোক্তা আনজেরা বেগমের পরামর্শে তিনি গরু পালন শুরু করেন। আদরী-আলম দম্পতি এখন অভাব-অনটনের সেই দুঃসময় দারিদ্র্যের স্মৃতি ভুলে গেছেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার তাদের জীবন পাল্টে দিয়েছে বলে জানান আদরী বেগম। কেবল গরু বিক্রির লাভের টাকায় দেড় বিঘা জমিও কিনেছেন তিনি। দুই মেয়ে আর এক ছেলের জননী আদরী বেগমের এখন একটিই মাত্র স্বপ্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' সুবিধা নিয়ে নাজমা, আসমা, কমলা, আনজেরা আর আদরী বেগমের মতো অনেক নারীর পাশাপাশি কুষ্টিয়ার আলামপুর গ্রামের গোলাম মাওলা, মোতালেব বিশ্বাস, জামালউদ্দিন, সেলিমউদ্দিনের মতো অনেকেই ব্যবসা অথবা কৃষিকাজের পাশাপাশি বাড়িতে বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজা করে বাড়তি আয়ে পরিবারে সচ্ছলতা এনেছেন।

প্রত্যেক বাড়ির গোয়ালে গোয়ালে চলছে গরু মোটাতাজাকরণ

স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাল উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, তার ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। মোট জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে এখন গরু পালন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় আমার গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষ এখন বাণিজ্যিকভাবে গরু

পালনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অসহায় নারীর পাশে দাঁড়ানোয় তিনি গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

জিয়ারখী ইউনিয়নের এক নম্বর কমলাপুর ওয়ার্ডের সদস্য লুৎফর রহমান বলেন, তার ওয়ার্ডে প্রায় ২ হাজার ২শ' মানুষ এবং প্রত্যেকের বাড়িতে গরু রয়েছে। তিনি বলেন, আমার নিজেরই তিনটি গরু আছে। কুষ্টিয়া সদরের বেলঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ইমারত হোসেন বলেন, তারও একটা গরু রয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণত আষাঢ় মাসের দিকে গরু কিনে মোটাতাজা করা হয়। তিন-চার মাস পরে তা বিক্রি করে থাকি। তিনি পিকেএসএফ ও জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে বলে জানান। তিনি এ ধরণের প্রকল্পের পরিধি বাড়ানোর আহ্বান জানান।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়ার এরিয়া ম্যানেজার এস এম এ কে নেওয়াজ জানান, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ধরে রাখার জন্য গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি একটি উত্তম পদ্ধতি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে গরুর মাংস খুব জনপ্রিয় এবং চাহিদাও প্রচুর। তাছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব কোরবানির সময় অনেক গরু জবাই করা হয়। সূতরাং 'গরু মোটাতাজাকরণ' পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি লাভজনক ব্যবসা।

কুষ্টিয়ার গ্রামগুলো ঘুরে দেখা যায়, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' প্রচলিত ধারায় গরু মোটাতাজাকরণের পরিবর্তে যথাযথভাবে দৈনন্দিন পশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিচর্যাসমূহ (গোয়ালঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ, নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো, রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান, সুষম খাদ্য পরিমাণ মতো পরিবেশন ও প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পান করানো ইত্যাদি) প্রতিপালনের মাধ্যমে আদর্শ ব্যবস্থাপনায় গরু মোটাতাজাকরণ করা হয়। চালু করা হয় পশু স্বাস্থ্য বীমা। এতে গরু মোটাতাজাকরণ ব্যবসায় ঝুঁকি হ্রাস পায়। অপ্রচলিত খাদ্যের রেসিডোয়াল প্রভাবমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত মাংসর গরু উৎপাদনে খামারীদের উৎসাহিত বা অভ্যস্থ করা হয়। সঠিক খামার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণের মাধ্যমে খামার পরিচালনা ব্যয় সীমিত পর্যায়ে রেখে উৎপাদন (গরুর ওজন) বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে তৈরি করা হয় নাটক, সচেতনতা বাড়াতে স্থানীয় সংবাদপত্রে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। বছরব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ লাভজনক টেকসই ব্যবসা হিসাবে পরিগণিত করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান নিশ্চিত করা হয়। ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে খামারীদের কারিগরি সহায়তাসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ খাতকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীরা।

গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক নাটকের একটি দৃশ্য

মালার গল্প

গরু মোটাতাজাকরণে বদলে গেছে মালার জীবন

"পিকেএসএফ'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে গরু মোটাতাজা করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবিরাজপাড়া গ্রামের মালা খাতুন।"

বারান্দাসহ দুই রুমের টিনের ঘর। ঘর ভরা আসবাবপত্র। এক চিলতে উঠোনের এক পাশে টিনের ছাউনি আর ইটের দেয়ালঘেরা গোয়ালঘর। ছাগল রাখার টিনের ছাপড়া। উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মুরগি। দুটো পাকা সেনিটারি ল্যাট্রিন। বড় ছেলে বাবার সাথে ব্যবসা দেখে। অন্য দুটো স্কুলে। কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল ইউনিয়নের বটতল কবিরাজপাড়া গ্রামের মালা খাতুন। তিন ছেলে আর স্বামী নিয়ে তার সুখের সংসার।

এ সাফল্য একদিনে আসেনি মালা খাতুনের। জীবনের বঞ্চনা, দরিদ্রতা আর সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বেড়াজাল ভেঙে মালা নিজ হাতেই

নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন। কয়েক বছর আগেও মালার সুখের এই চিত্রটা ছিল বড় বেশি বিবর্ণ। স্বামী মতিয়ার পরামানিক সামান্য পুঁজি নিয়ে ধান-চালের ব্যবসা করতেন। একসময় ব্যবসার পুঁজি-পাট্টা খুইয়ে ভ্যান চালাতে বাধ্য হন মতিয়ার। পরে ভ্যান চালানো বাদ দিয়ে স্থানীয় বাজারে একটা চায়ের দোকান দেন। এর আয় দিয়েই কোনোভাবে চলছিল সংসার। এমনকি অভাবের কারণে বড় ছেলের লেখাপড়া করানো সম্ভব হয়নি। নিজের বাড়িতে সমিতির মহিলাদের বসার জায়গা দিলেও তখন পর্যন্ত মালা খাতুন নিজে সমিতির সদস্য হননি। সংসারের অভাবের কথা চিন্তা করে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ২০০৯ সালে সমিতির সদস্য হয়ে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০০ টাকা ঋণ নেন। এ টাকার সাথে বাড়ির গরু বিক্রির টাকা মিলে স্বামীর হাতে তুলে দেন ধান-চালের ব্যবসা করার জন্য। ব্যবসার টাকায় ঋণ পরিশোধ করে ২০০৯ সালে আবার ১০,০০০ টাকা ঋণ নেন। পুরো টাকা দিয়ে একটি গরু কেনেন। ছয় মাস পর সেটা ২৭,০০০ টাকায় বিক্রি হয়। ২০১০ সালে ১৭,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ২১,০০০ টাকায় ২টা গরু কিনেন। আট মাস পর গরু দুটো বিক্রি হয় ৪৭,০০০ টাকা। এভাবে ঋণের টাকা পরিশোধের পরও মালার হাতে নগদ টাকা জমে। পিকেএসএফ'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' একজন নির্বাচিত সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে এবার ৯০,০০০ টাকায় দুটো নেপালি গরু কিনে আট মাস পর ১,৮৫,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। লাভ হয় ৯৫ হাজার টাকা। ২০১১ সালে ১,৩২,০০০ টাকায় চারটি গরু কেনেন। সাত মাস পর বিক্রি করেন ২,১০,০০০ টাকায়। তার লাভ হয় ৭৮,০০০ টাকা। ২০১২ সালে ১,০৮,০০০ টাকায় কেনেন চারটি গরু। ছয় মাস পর বিক্রি হয় ২,১৯,০০০ টাকায়। লাভ হয় ১,১১,০০০ টাকা। ২০১২ সালে গরুর অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণে অনেক গরু পালনকারী বড় ধরনের লোকসানে পড়লেও মালা খাতুন ঠিকই লাভ করেছেন। প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ সেবা সহায়তাকারীদের পরামর্শে সঠিক সময়ে গরুগুলোকে অ্যানথ্রাক্স প্রতিষেধক টিকাও দিয়েছিলেন। সে বছর তিনি ১,৩০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ১,০৬,০০০ টাকায় চারটি গরু কিনে ছয় মাস পর ঢাকার গাবতলী কোরবানি হাটে নিয়ে যান। বিক্রি হয় ২,১০,০০০ টাকা। লাভ হয় ১,০৪,০০০ টাকা।

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে গরুর অসুখ-বিসুখে গরুর চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে বাড়িতে গরু পালনের দায়িত্বটা মালা খাতুনই পালন করেন। হাট থেকে গরু কেনা-বেচার কাজটা করেন স্বামী মতিয়ার পরামানিক। পাশাপাশি মূলধন সংকট নেই বলে স্বামীর ধান-চালের ব্যবসাটাও জমজমাট। চাতাল ভাড়া নিয়ে ধান থেকে চাল উৎপাদন কাজে মতিয়ার পরামানিক ৮ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান করেছেন। বর্তমানে মালা দম্পতির সম্পদের পরিমাণ- নগদ পাঁচ লাখ টাকা, বাড়ির পাশে আরও ১০ কাঁঠা ভিটে জমি, টিনের রান্নাঘর ও স্টোর রুম, ৭০ হাজার টাকায় তৈরি আদর্শ গোয়ালঘর, ৫২ হাজার টাকা মূল্যের দুটো গরু, দুটো পাকা সেনিটারি ল্যাট্রিন, ৩টা ছাগল–যার বাজার মূল্য ১৫ হাজার টাকা, ১,০৫,০০০ টাকা দামের একটি মোটরসাইকেল, বাড়িতে ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং মালা খাতুনের ৪০ হাজার টাকার সোনার গহনা। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প' থেকে ঋণ নিয়ে গরু পালন করে মালা খাতুন আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাও লাভ করেছেন।

বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে আসমার বৃহৎ সাফল্য

কুষ্টিয়া সদরের জিয়ারখী ইউনিয়নের পূর্ব রাতুলপাড়া গ্রামের অন্যতম একজন সফল উদ্যোক্তা আসমা খাতুন। পিকেএসএফ'র গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত টাকা দিয়ে গড়ে তুলেছেন পাকা বাড়ি। শুধু নিজের জন্য পাকা বাড়ি নয়; যে গরু তাকে সাফল্যের সিঁড়ি দেখিয়েছে সেই গরুর জন্যও গড়ে তুলেছেন ইট কংক্রিটের আদর্শ গোয়ালঘর।

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় পূর্ব রাতুলপাড়া গ্রামে তার সঙ্গে কথা হয়। তিনি বর্ণনা করেন অভাবী সংসারে কীভাবে সংগ্রাম করে সফলতার সোপান পেয়েছেন। একে একে বলতে থাকেন তার জীবনের উত্থানের কাহিনী। আসমা খাতুন বলেন, স্বস্তিপুর শাখা থেকে মাত্র তিন হাজার টাকা ঋণ নিয়ে অভাবী সংসারে জ্বালানি কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। এরপর পাঁচ হাজার, আট হাজার, দশ হাজার, ৪০ হাজার, ৫০ হাজার, ৮০ হাজার পরে এক লাখ টাকা ঋণ নেন জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন থেকে। কাঠের ব্যবসা থেকে জড়িয়ে পড়েন গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে। গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০১১ সালে তিনি প্রথমে গরু পালন শুরু করেন। এরপর আসমা খাতুনকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আস্তে আস্তে তার গোয়ালঘরে বাড়তে থাকে গরুর সংখ্যা। গরু বিক্রির লাভের টাকা দিয়ে ছেলেমেয়ের লেখাপড়াসহ সংসারের অনেক কিছু কেনাকাটা করেছেন। এ পর্যন্ত অন্তত ৭০টি গরু পালন করে বিক্রি করেছেন আসমা খাতুন। তার সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তার স্বামী মহর আলী। গরুর বিক্রির লাভের টাকায় আসমা খাতুনের স্বামী এখন স্থানীয় ইটভাটাগুলোতে জ্বালানি সরবরাহ করেন। জ্বালানি ব্যবসায় ২০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন তিনি।

আসমা খাতুন আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, অভাবের সংসারে এক সময় আমরা বিভিন্ন ব্যাংকে ধর্না দিয়েছিলাম ঋণ নেওয়ার জন্য। কোনো ব্যাংক আমাদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করেনি। এখন অনেক ব্যাংক আমাদের ঋণ দিতে চাইলেও আমরা ঋণ নিতে চাই না। অভাবী সংসারে আসমা-মহর দম্পতির দুই ছেলে এক মেয়ে। টাকার অভাবে সন্তানদের পড়াশোনা প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। এখন ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে। নিজেরা ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারেননি। তাই ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার স্বপ্ন তাদের। তাদের ইচ্ছা বড় মেয়েকে ডাক্তার বানাবেন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' এই দম্পতির মতো কুষ্টিয়ার শত শত পরিবার অভাব-অনটনকে জয় করে আজ স্বাচ্ছোপতির খাতায় নাম লিখিয়েছেন কেবল গরু পালনের মাধ্যমে।

ঘাস চাষেই ঘুরেছে ভাগ্যের চাকা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু মোটাতাজাকরণ লাভজনক হয়ে উঠেছে। ফলে দিনের পর দিন এই খাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। গরু মোটাতাজাকরণের জন্য দরকার হয় নেপিয়ার ও জাম্বু ঘাস। এই ঘাস প্রচলিত ফসল থেকে লাভজনক হওয়ায় অনেক কৃষক নেপিয়ার আবাদে ঝুঁকে পড়েছেন। স্বল্প সময়ে অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে নেপিয়ার আবাদ বেড়ে গেছে। কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার বটতৈল শিশির মাঠের একজন সফল নেপিয়ার ঘাসচাষি শরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' সহায়তায় প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন অন্যান্য ফসলের চেয়ে নেপিয়ার আবাদে বেশি লাভ পাচ্ছি। একবার নেপিয়ার আবাদ করে অন্তত পাঁচ বছর ৪০ দিন পর পর ঘাস বিক্রি করা যায়। শরিফুল জানান, তিনি তিন বিঘা জমিতে নেপিয়ার ঘাসের আবাদ করেছেন। প্রতি বিঘা নেপিয়ার ঘাস আবাদে খরচ পড়ে তিন হাজার টাকা। প্রতি ৪০ দিন পর এক বিঘা জমির ঘাস পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকায় বিক্রি করেন শরিফুল। এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে গরু পালন শুরু হওয়ায় তিনি বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেন নেপিয়ার ঘাসের আবাদ। সব খরচ বাদ দিয়ে বছরে এক বিঘা জমির নেপিয়ার ঘাস বিক্রি করে ৩০ হাজার টাকা লাভ থাকে তার। অন্যান্য প্রচলিত ফসলের চেয়ে নেপিয়ার চাষ করে তিনি বেশি লাভবান হচ্ছেন বলে জানান।

সংসারের সুখের সন্ধান পেয়েছেন নাজমা বেগম

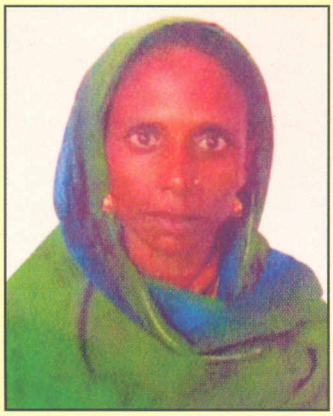

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের আরেকজন সফল উদ্যোক্তা কুষ্টিয়ার বেলঘরিয়া চরপাড়া গ্রামের নাজমা বেগম। তিন বছর আগে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু কেনেন তিনি। তিন মাস গরুটি পালন করে এক লাখ ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেন তিনি। নাজমা বেগম বলেন, আমার টার্গেট ছিল গরুটি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করবো। গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে প্রতি বছরই সাত থেকে আটটি গরু পালন করে বিক্রি করেন নাজমা। ফেডেক প্রকল্প তার জীবনযাত্রা পাল্টা দিয়েছে বলে জানান নাজমা। গরু বিক্রির লাভের টাকায় তিনি গড়ে তুলেছেন পাকা ঘর। যে গরু তার দারিদ্র মোচন করেছে; সেই গরুর জন্যও তিনি কম করেননি। গড়ে তুলেছেন গরুর জন্য একটি পাকা গোয়ালঘর। এজন্য তার খরচ হয়েছে ৬৫ হাজার টাকা।

নাজমা অকপটে বলেন, এক সময় খুবই অভাবী ছিলেন তিনি। কোনো আত্মীয়স্বজন তাকে সাহায্য করেনি। নাজমা বেগম, স্বামী এয়াকুব বিশ্বাস আর ছেলে নাজমুল মিলে কঠোর পরিশ্রম করে গরু লালন-পালন করে ব্যস্তসময় কাটান। তিনি বলেন, আমার ভিটেবাড়িও ছিল না। গরু বিক্রির টাকায় প্রথমে আড়াই কাঠা জমি কিনি। এর ওপরই পাকা বাড়ি করেছি। প্রায় চার লাখ টাকা ক্যাশ রয়েছে এখন জানান নাজমা। তিনি বলেন, এক সময় তিন বেলা খেতে পারতাম না। খেয়ে না খেয়ে অনেক দিন পার করেছি। জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের সদস্য হওয়ার সময় নানা লোকে নানা কথা বলেছিল। কেউ টাকা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি। আমার বাপ-মা, কেউ আমাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেনি। জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন আমার পাশে দাঁড়ানোর কারণে আমি আজ অনেক স্বাবলম্বী। আমাদের এখন সুখের সংসার। কোনো অভাব অনটন নেই। নাজমা বলেন, আমি এখন মানুষকে বলি গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু পালন করতে। যাতে আমার মতো তারাও স্বাবলম্বী হয়ে সংসারের অভাব-অনটন দূর করতে পারে।

গরুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ভেটেরিনারি চিকিৎসক

বেরঘরিয়ার প্রতিটি বাড়িতে গরু পালন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকায় এ গ্রামে অন্তত ৫০০ গরু রয়েছে। শাহজাহান আলী জানান, ২০১২ সালে জাগরণী ফাউন্ডেশন, স্বস্তিপুর, কুষ্টিয়া শাখা থেকে পশু চিকিৎসার ওপর প্রশিক্ষণ নেন তিনি। এতে যেমন তার একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে; তেমনি গ্রামবাসী হাতের নাগালে একজন পশু চিকিৎসক পেয়ে গরু পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। প্রশিক্ষণের পর শাহজাহান গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুসহ অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। কোথাও কোনো বাড়ি থেকে গরু রোগ দেখা দিলে খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেখানে ছুটে যান। গরুর সাধারণত ঠান্ডা, ডায়রিয়াজনিত রোগের জন্য এন্টিহিস্টামিন দেওয়া হয়। এর সঙ্গে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ওষুধের দামটাই কৃষকের কাছ থেকে নেন। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুর চিকিৎসা দেওয়া বাবদ ৫০ টাকা ফি নেন তিনি। বাড়িতে রোগাক্রান্ত গরুর চিকিৎসা দিতে গিয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিলে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের চিকিৎসা কেন্দ্রে এবং স্থানীয় পশু সম্পদ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন কৃষককে।

মো. শাহজাহান আলী
পল্লী প্রাণিসম্পদ সেবা সহায়তাকারী
বেলঘরিয়া, কুষ্টিয়া।

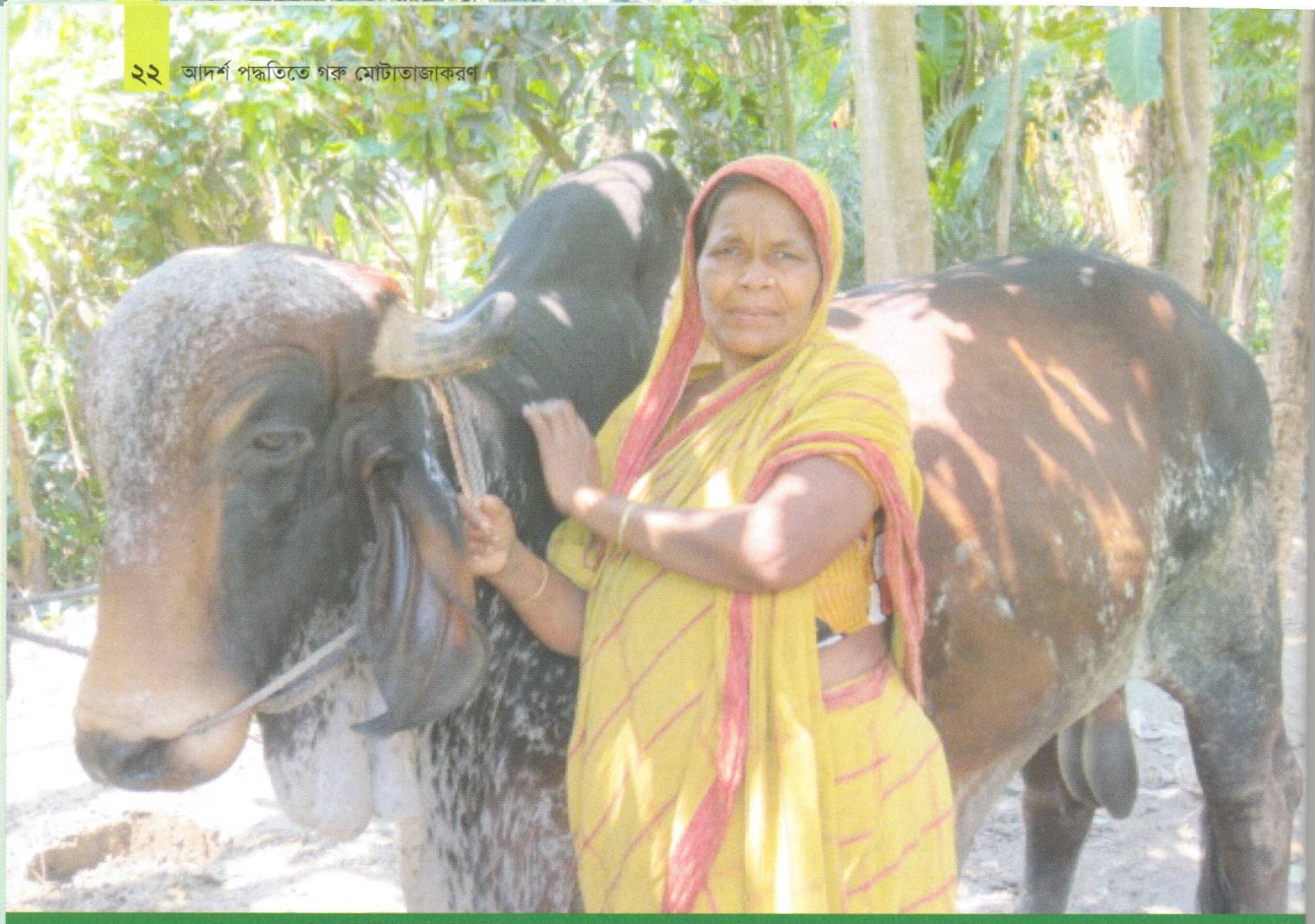

গরু পালন করে সংসারে সচ্ছলতা ফিরেছে আজিরন বেগম

"২০১২ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে গরু মোটাতাজা করে সংসারে সচ্ছলতা এনেছেন আজিরন বেগম।"

কুষ্টিয়া জেলার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার উজান গ্রাম ইউনিয়নের দূর্বাচারা গ্রামের মোছাঃ আজিরন বেগম। স্বামী সোবহান খান ও ৩ সন্তান নিয়ে অভাব-অনটনে তার সংসার বিবর্ণ ও কষ্টের ছিল। সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী তার স্বামী অপরের জমিতে কাজ করে সংসার চালাতেন। এতে দুই বেলা খাবার সব সময় জুটত না। নিজের জমি জায়গা ছিল না, তাই অপরের জমিতে পাটখড়ির বেড়া ও খড়ের চালা দিয়ে ঘর তুলে বসবাস করতেন। ছেলেমেয়েকে অভাবের কারনে লেখাপড়া করাতে পারেননি। ২০১২ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ

গরু পালনের লাভের টাকায় আজিরন বর্তমান টিনের বেড়া ও চালা দিয়ে একটি ঘর তৈরি করেছেন যার মূল্য ৪০,০০০ টাকা, ২টি নছিমন গাড়ি ক্রয় করেছেন, যার মূল্য ৭০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার গরুর সংখ্যা ৫টি, যার আনুমানিক মূল্য ২,৮৫,০০০ টাকা।

ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে গরু মোটাতাজা করে সংসারে সচ্ছলতা এনেছেন আজিরন বেগম।

২০০৮ সালে গরু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে ১৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সে সময় গরু কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে গেলে টাকা হারিয়ে ফেলেন। চরম সংকটময় মুহূর্ত নেমে আসে তার সংসারে এবং তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। অবশেষে আজিরন বেগম তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে বাদাম বিক্রি শুরু করেন। এভাবে সংসার চালাতে থাকেন এবং ঋণের টাকা বহু কষ্টে পরিশোধ করেন। গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে ২০১২ সালে ২,০৮,০০০ টাকায় ৪টি নেপালি জাতের গরু কিনে ৭ মাস পরে বিক্রি করেন ৩,০৭,০০০ টাকায়। লাভ হয় ৯৯,০০০ টাকা। ২০১২ সালের শেষ দিকে ১,৫০,০০০ টাকায় ৩টি গরু কিনে বিক্রি করেন ২,০৬,০০০ টাকায়। লাভ হয় ৫৬,০০০ টাকা। তড়কা রোগের প্রকোপ দেখা দেওয়ায় তেমন লাভ করতে পারেননি। গরু পালনের লাভের টাকায় আজিরন বর্তমান টিনের বেড়া ও চালা দিয়ে একটি ঘর তৈরি করেছেন যার মূল্য ৪০,০০০ টাকা, ২টি নছিমন গাড়ি ক্রয় করেছেন, যার মূল্য ৭০,০০০ টাকা। বর্তমানে তার গরুর সংখ্যা ৫টি, যার আনুমানিক মূল্য ২,৮৫,০০০ টাকা। গত বছর বাড়ি করার উদ্দেশ্যে ৭ কাঠা জমি কিনেছেন ৮০,০০০ টাকা দিয়ে। ২টি নছিমন গাড়ি থেকে প্রতিদিন ৮০০ টাকা আয় হয়। জমি বন্ধক রেখেছেন ১০ কাঠা। সে জমিতে কলার চাষ করে ২৩০০০ টাকার কলা বিক্রি করেছেন এবং ঐ জমিতে গরুর জন্য গামা ঘাষের চাষ করেছেন। ২০১৩ সালে আজিরন প্রকল্প থেকে ৪০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ১,৩০,০০০ টাকায় ২টি নেপালি জাতের গরু কিনেছেন। আশা করছেন সবকিছু ঠিক থাকলে এবারও তিনি গরু বিক্রি করে ভালো লাভের মুখ দেখবেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে আজিরন গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে গরুর খাবারে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, কৃমিনাশক ও U.M.S খাওয়াচ্ছেন। ফলে খাদ্য খরচ যেমন কমেছে, তেমনি বেশি লাভবান হচ্ছেন। আজিরনের স্বামী সোবহান খান বাদাম বিক্রি বাদ দিয়ে সংসারের কাজ দেখাশোনা করছেন। বর্তমানে তার সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আগামী বছর পাকা বাড়ি ও পাকা গোয়ালঘর তৈরির পরিকল্পনা আছে।

গরু পালনে বদলে গেছে রাজিয়ার জীবন

"গরুকে নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, কৃমিনাশক ও U.M.S খাওয়াচ্ছেন। এতে খাদ্য খরচ অনেক কমে গেছে এবং গরু মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেক কমেছে। ফলে তার গরু মোটাতাজাকরণ করে আরও অনেক বেশি লাভ হবে বলে আশা করছেন।"

রাজিয়া খাতুন, স্বামী তালেব প্রামানিক, কুষ্টিয়া জেলার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার উজান গ্রাম ইউনিয়নের দূর্বাচারা গ্রামের বাসিন্দা। বারান্দাসহ টিন দিয়ে তৈরি ঘরের বেড়া ও চালা, ঘর ভরা আসবাবপত্র। পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল। তার ছোট ছেলে নবম শ্রেনীতে পড়ে। তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সুখের সংসার।

কয়েক বছর আগে সুখের এই চিত্রটি ছিল খুবই করুণ। স্বামী তালেব প্রামানিক ও চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছিল তার বড় পরিবার। অভাব-অনটন সংসারে লেগেই ছিল ৬ সদস্যের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী তার স্বামী তালেব প্রামানিক। অভাবের কারণে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারতেন না রাজিয়া, আইসক্রিম বিক্রি করে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ

চলতো। কোনো ভাবে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে না খেয়ে কাটত দিন। এ অবস্থায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে গরু মোটাতাজা করে সংসারে সচ্ছলতা এনেছেন রাজিয়া। ভ্যানে করে তালেব প্রামানিক আইসক্রিম বিক্রি করতেন। অনেক দিন থেকে রাজিয়া অন্যের গরু বর্গা নিয়ে পালন করতেন। স্বামীর আইসক্রিম ব্যবসায় ভালোই লাভ হতো। বর্গা নেওয়া গরু বিক্রি করে লাভ হতে দেখে গরু পালনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় রাজিয়ার। এরপর গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে ২টি নেপালি জাতের গরু ক্রয় করেন ১,৪৫০০০ টাকায়। বিক্রি করেন ২,৩০,০০০ টাকায়। লাভ হয় ৮৫,০০০ টাকা। ২০১২ সালে গরু কেনার জন্য ৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১,২০,০০০ টাকায় ২টি গরু কিনেছেন।

গরুর অসুখ-বিসুখ ও ঘাস চাষাবাদের ব্যাপারে ফেডেক প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ সেবা সহায়তাকারীদের সাথে যোগাযোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ গরু লালন-পালনের দায়িত্ব রাজিয়া খাতুনই পালন করেন। হাট থেকে গরু কেনাবেচা ও খাদ্য কেনার কাজটা করেন স্বামী তালেব প্রামানিক। বর্তমানে রাজিয়া দম্পতির সম্পদের পরিমাণ একটি ঘর যার মূল্য ৩০,০০০ টাকা, একটি ভ্যান ও একটি নছিমন গাড়ি, যার মূল্য ৬০,০০০ টাকা, বাড়ি করার জন্য ৯০,০০০ টাকা দিয়ে ১৩ শতক জমি ক্রয় করেছেন। মাঠে জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করেছেন। ভ্যান ও নছিমন গাড়ি থেকে প্রতিদিন আয় কমপক্ষে ৬০০ টাকা। গত বছর ২৫,০০০ টাকায় জমি বন্ধকী রেখে সে জমিতে চাষাবাদ করছেন। রাজিয়া সংস্থার ফেডেক প্রকল্পের মাধ্যমে গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের পাশাপাশি সনাতন পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে গরু মোটাতাজাকরণে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। গরুকে নিয়মিত টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, কৃমিনাশক ও U.M.S খাওয়াচ্ছেন। এতে খাদ্য খরচ অনেক কমে গেছে এবং গরু মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেক কমেছে। গত বছর থেকে এ বছরে খাবার খরচ ১০,০০০ টাকা কম হবে বলে ধারণা করছেন। ফলে তার গরু মোটাতাজাকরণ করে আরও অনেক বেশি লাভ হবে বলে আশা করছেন। তার একমাত্র স্বপ্ন ছোট ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো, একটি পাকা বাড়ি ও পাকা গোয়ালঘর তৈরি এবং বড় একটি গরুর ফার্ম করা। রাজিয়ার স্বামী তালেব প্রামানিক আইসক্রিম বিক্রি ছেড়ে দিয়ে গরু মোটাতাজাকরণে মনোযোগ দিয়েছেন। রাজিয়া খাতুনের আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুষ্টিয়ায় গড়ে তোলা হয়েছে দুটি আধুনিক মিনি ল্যাব

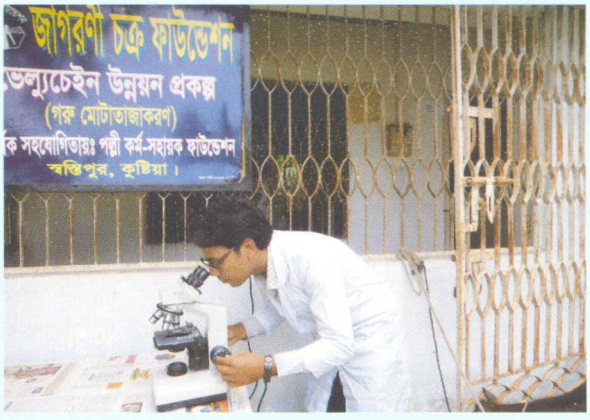

পিকেএসএফ'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'আদর্শ পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে দুটি আধুনিক মিনি ল্যাব। গরুর মল-মূত্র আর রক্ত পরীক্ষার জন্য এ ল্যাব দুটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটি ল্যাব কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়ায়। অন্যটি স্বস্তিপুরে। এই ল্যাব দুটি থেকে বিনামূল্যে গরুর মল-মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা করা হয়। সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারি চিকিৎসক দ্বারা গরুর চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। গ্রাম পর্যায়ে ১০৩টি ভ্যাকসিনেশন বা টিকা প্রদান ক্যাম্প করা হয়েছে। এই ক্যাম্পগুলো থেকে বিনামূল্যে গরু-ছাগলের টিকা দেওয়া হয়। এই টিকা দেওয়ার ফলে গরুর অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা, বাদলা, খোড়া, গলাফোলা রোগ হয় না।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশর কুষ্টিয়া এরিয়া ম্যানেজার এস এম এ কে নেওয়াজ জানান, ফেডেক প্রকল্পভুক্ত এলাকায় যেসব গ্রামে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প রয়েছে, সেসব গ্রামে ২ জন ভেটেরিনারি চিকিৎসকের মোবাইল নম্বর প্রত্যেক উদ্যোক্তা ও গ্রামবাসীর কাছে দেওয়া আছে। এছাড়া স্থানীয় পল্লী ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে গরুর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার জসিম উদ্দিন খোকন বলেন, আমরা ফেডেক প্রকল্পের মাধ্যমে গরু চাষীদের সচেতনতা সৃষ্টি করেছি। খামারীরা এখন আর বাজার থেকে বিভিন্ন কোম্পানির ট্যাবলেট ব্যবহার করে গরু মোটাতাজা করেন না। এখানকার কৃষকরা আমাদের পরামর্শ মতো স্বল্পমূল্যে ইউএমএস-ইউরিয়া, মুলাসেস এবং স্ট্র (ইউরিয়া, চিটাগুড় এবং খড়) খাওয়াতে বলি। এতে গরুর কোনো ক্ষতি হয় না। এই খাদ্য অপরিমিত খাওয়ালে গরু অসুস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। যদি কখনও এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তখন আমরা গরুকে ভিনেগার জাতীয় ওষুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকি। এতে গরু সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রকল্পের মাধ্যমে সুস্থসবল গরু ও হালাল মাংসের চাহিদা নিশ্চিত হচ্ছে।

গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ সেবা সহায়তাকারী জসিম উদ্দিন বলেন, গরু মোটাতাজাকরণ শীর্ষক ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্প থেকে এলএসপি (লাইভ স্টক সার্ভিস প্রোভাইডর) প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের কৃষকদের গরুর চিকিৎসা দিচ্ছি। এতে নিজে যেমন উপকৃত হচ্ছি, খামারীরা হাতের নাগালে একজন প্রাণী চিকিৎসককে পেয়ে গরু পালনে আগ্রহী হচ্ছেন। জসিম বলেন, দহকুলা গ্রামে অন্তত ১০০ বাড়িতে গরুর নিয়মিত চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এসব বাড়ির কোনোটিতে তিন থেকে পাঁচটি গরু রয়েছে। তিনি বলেন, দহকুলা গ্রামের এমন কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে বাড়িতে গরু নেই। আমার নিজেরও দুটি গরু আছে। এক লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়ে তিনি গরু ২টি কিনেছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে টিকা সংরক্ষণ ও গুণগতমানের ওষুধ প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে সংস্থার ভেটেরিনারি ফার্মেসি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে হাতের নাগালেই মিলছে প্রয়োজনীয় ওষুধ।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
জেসিএফ ভবন, ৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৪২১-৬৮৮২৩, +৮৮০-৪২১-৬১৯৮৩; ফ্যাক্স: +৮৮০-৪২১-৬৮৮২৪
ই-মেইল: jcjsr@ymail.com, jcfmfi@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.jcf-bd.org